জাতীয় বীজ নীতি

THE NATIONAL SEED POLICY

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ভালবীজে ভাল ফসল– একথা আজ আর কারো অজানা নয়। ফসলের উৎপাদন, কৃষকদের উৎপাদনশীলতা, মাথাপিছু আয় ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের ফসলের সর্বোচ্চমানের বীজ কৃষকদের নিকট যুক্তিসংগত মূল্যে যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার সামগ্রিক উদ্দেশ্যে জাতীয় বীজ নীতি প্রণয়ন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় বীজ নীতি অতিশীঘ্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় বীজ নীতিতে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে বীজ শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষ ও গতিশীল বীজ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনগত সংস্কার সাধনের জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বীজ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ এবং জাতীয় বীজ নীতির সাথে সংগতি রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী খাতে সম্পূরক অংশীদারিত্ব জোরদারকরণের মাধ্যমেই কেবল আমাদের বীজ শিল্পের সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জনগণের ভাতের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আজ আমরা সবাই বদ্ধপরিকর। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগানের লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ও জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই বীজ-ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উদ্যোক্তা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সমঝোতার উন্নয়ন খুবই জরুরী।

জাতীয় বীজ নীতির সফল বাস্তবায়ন দেশের কৃষি উন্নয়নে তথা ফসল উৎপাদনে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জাতীয় বীজ নীতির বাস্তবায়ন ও সাফল্য কামনা করি।

মতিয়া চৌধুরী

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পটভূমি

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। কৃষির প্রযুক্তিগত মান উন্নয়নে মূল উপাদান বীজের ভূমিকা অপরিসীম। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শুধু ভাল বীজের ব্যবহারে কৃষি উৎপাদন ২০ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। কৃষি উৎপাদনে বীজের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর উন্নতিকল্পে জাতীয় বীজ নীতি ঘোষণা করা হয়। ফলে বীজ শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ নীতি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর কতিপয় ধারা সংশোধনপূর্বক বীজ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ প্রণীত হয় এবং উক্ত সংশোধিত আইন প্রয়োগকল্পে পূর্বের বীজ বিধিমালা বাতিল করে নতুনভাবে বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় বীজ নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট অনুকূল পরিবেশে বেশ কিছু সংখ্যক বহুজাতিক বীজ কোম্পানী এবং বীজ ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা বীজ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসছেন। মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা পূরণে এটি একটি নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন করবে যার ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ অধিকমাত্রায় উন্নত বীজ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। বীজ শিল্পের এই উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

আগামী দিনগুলোতে আরও সাফল্যের লক্ষ্যে সবাইকে এক যোগে দেশপ্রেমের চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রণীত বীজ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে দেশের কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি সরকার ঘোষিত জাতীয় বীজ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী

কৃষি মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৯৩

নং কৃষি-১২/বীজ-১১০(২)/৯২/১৯-দেশের কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান। অন্যান্য কৃষি উপকরণ, যেমন সার এবং সেচ ইত্যাদি প্রয়োগে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তিও উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতমানের বীজের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এর প্রধান দুইটি কারণ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সরকারী খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম; এবং

(খ) বেসরকারী খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সঠিক সময়ে এবং যুক্তিসংগত মূল্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য বীজ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার অভাব দীর্ঘদিন যাবত অনুভূত হচ্ছে। এ ছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বীজ খাতে কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এ খাতে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতিমালার অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থা দূরীকরণের প্রয়াসে কৃষি মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় বীজ নীতি প্রণয়ন করেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের জাতীয় বীজ নীতি পর্যালোচনা এবং সম কৃষি-প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট সম্বলিত দেশসমূহের এ খাতে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'জাতীয় বীজ নীতি'র একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়া 'জাতীয় বীজ নীতি'তে সরকারী ও বেসরকারী খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন বীজ যথাসময়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ ছাড়া, বীজ ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি আমদানি সহজীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার এবং বীজের আপদকালীন মওজুদ গড়ে তোলার বিধান বীজ নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বীজ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির উপর জাতীয় বীজ নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক খসড়া জাতীয় বীজ নীতি অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় বীজ নীতি

১. বীজ নীতির উদ্দেশ্যাবলী ঃ

১.১ সামগ্রিক উদ্দেশ্য ঃ বীজ নীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো ফসলের উৎপাদন, কৃষকদের উৎপাদনশীলতা মাথাপিছু আয় এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বোচ্চমানের উন্নত জাতের ফসলের বীজ কৃষকদের নিকট সহজে ও দক্ষতার সাথে পৌছে দেয়া।

১.২ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) উচ্চ উপকরণ এবং উচ্চ উৎপাদন বিশিষ্ট কৃষির উপযুক্ত জাতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফসলের উন্নত জাতের বীজ প্রজনন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(২) রোগ বালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন অথবা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাতের উন্নতমানের বীজ পরিবর্ধন করে যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ কৃষকদের নিকট বিতরণ করা।

(৩) কৃষকদের মধ্যে উন্নতজাতের বীজের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহার বাড়ানো।

(৪) কারিগরী জ্ঞান, প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তাদানের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী বীজ খাতের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

(৫) গবেষণা এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নতমানের বীজ ও রোপনসামগ্রী আমদানি সহজীকরণ।

(৬) উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ এবং উন্নত বীজ ব্যবহারের উপর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কর্মী এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তাদানের মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

(৭) উৎপাদিত বীজের মান ও পরিমাণ তৎসঙ্গে বীজ শিল্প উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়াদি মনিটর, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

২. বীজ উন্নয়নের কৌশল ঃ

উপরের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কর্মকৌশল অনুসরণ করা হবে ঃ

২.১ বীজ শিল্পে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি।

২.২ উচ্চ উপকরণ ও উচ্চ উৎপাদন ভিত্তিক কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রবর্তন।

২.৩ প্রজনন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বীজ শিল্পের সকল পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী খাতকে সমসুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বীজ শিল্পের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

২.৪ বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত সর্বোচ্চ মানের বীজ ও রোপণ সামগ্রী কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে বীজ ও রোপণ সামগ্রী আমদানির ব্যবস্থাদি সহজীকরণ।

২.৫ কৃষকদের নিকট উন্নতমানের বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বীজ প্রত্যায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বীজ পরীক্ষার ব্যবস্থাদি শক্তিশালী করা।

২.৬ কার্যকরী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি সহজীকরণ।

৩. **উন্নতজাতের বীজ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঃ**

৩.১ জাত উন্নয়ন কর্মসূচীতে উচ্চ-উপকরণ ও উচ্চ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৩.২ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল ফসলের প্রজনন কর্মসূচী অব্যাহত রাখবে। তবে ডাল, তৈলবীজ, কন্দাল ফসল, শাকসব্জী, ফলমূল ও মসলার জাত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৩.৩ বিশেষ করে বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ প্রদান করে উন্নতমানের বীজ ও রোপণ সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রবর্তন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী বীজ কোম্পানীসমূহের মধ্যে যৌথ উদ্যোগসহ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন উৎসাহিত করা হবে।

৩.৪ বেসরকারী ব্যক্তি, কোম্পানী ও অন্যান্য সংস্থাকে উদ্ভিদ প্রজনন গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে এবং জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোষিত জাতের মৌল ও ভিত্তি বীজ আমদানির সুযোগ দেয়া হবে।

৪. **জাত অনুমোদন ও নিবন্ধীকরণ ঃ**

৪.১ বেসরকারী অথবা সরকারী সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত গম, ধান, পাট,আলু এবং আখের নতুন জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে।

৪.২ সরকারী গবেষণা সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত অন্যান্য ফসলের জাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আভ্যন্তরীণভাবে পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত হতে হবে এবং ছাড়করণের পূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

৪.৩ বেসরকারী ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ব্যতীত অন্যান্য ফসলের জাত নির্দিষ্ট বিবরণসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

৪.৪ ফসলের কোন জাত দেশের কৃষির জন্য ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলে বা গুরুতর ক্ষতিকর হওয়ার আশংকা থাকলে জাতীয় বীজ বোর্ড সেই জাতের বীজ বিক্রি বন্ধ করে দিবে।

৫. **জাত ছাড়করণ ঃ**

ফসলের জাত ছাড়করণ এবং জাত প্রকাশন (নোটিফিকেশন) কর্মকাণ্ড পৃথক থাকবে। জাতীয় বীজ বোর্ড বীজ অধ্যাদেশ এর বিধানবলে বীজের জাত প্রকাশ করবে। নিয়ন্ত্রিত ফসলসমূহ যেমন ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের নতুন জাত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ফসলের জাত ছাড়করণ ক্ষমতা কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী সহ-সভাপতিকে প্রধান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ (বারি, ব্রি, বিজেআরআই এবং এমআরটিআই) এসসিএ, ডিএই, বিএডিসি, বেসরকারী বীজ উৎপাদক এবং কৃষক কমিটির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কারিগরী কমিটির উপর অর্পিত থাকবে।

৬. **মেনটেন্যান্স ব্রিডিং ঃ**

জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রক্রিয়ার (সিষ্টেম) মেনটেন্যান্স ব্রিডিং এবং মৌলবীজ পরিবর্ধন কর্মকাণ্ড উন্নয়ন এবং শক্তিশালী করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধা, যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনশক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র ও স্থানসমূহে সরবরাহ করা হবে।

৭. **বীজ পরিবর্ধন ঃ**

৭.১ সকল জাতের মৌল ও ভিত্তি বীজ, সমঝোতার ভিত্তিতে যথাবিহিত নিবন্ধীকৃত সরকারী ও বেসরকারী খাতে বীজ উৎপাদকদেরকে সরবরাহ করা হবে।

৭.২ বিএডিসি নিজস্ব খামারসমূহ প্রধানত ঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন কাজে নিয়োজিত থাকবে।

৭.৩ বিএডিসি কৃষকদের মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে বীজ পরিবর্ধন করবে এবং নিজস্ব খামারে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন পর্যায়ক্রমে হ্রাস করবে।

৮. **বীজ আমদানি ঃ**

৮.১ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতীত বীজ আমদানির ক্ষেত্রে অন্য সকল নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হবে। ধান, গম, পাট, আলু ও আখের অনুমোদিত জাত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাবে। তবে নিবন্ধনকৃত বীজ উৎপাদকগণকে উপযোগীতা পরীক্ষার জন্য স্বল্প পরিমাণে ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে।

৮.২ ডেষ্ট্রাক্টিভ ইন্সেক্ট এণ্ড পেষ্ট এ্যাক্ট-১৯৬৬ (১৯৮৯ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ বিধিসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে এবং উন্নতমানের বীজ এবং রোপণ সামগ্রী আমদানি সহজতর করার লক্ষ্যে তা সংশোধন করা হবে। উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি ফসল/উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং জাতের ক্ষেত্রে নয়।

৯. **বীজ বিধিমালা ঃ**

৯.১ নিয়ন্ত্রিত ফসল ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ড যে সকল ফসল এবং জাত ঘোষিত হতে হবে, তা নির্ধারণ করবে। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ধান, গম, পাট, আলু এবং আখ ঘোষিত ফসল হিসাবে বিবেচিত হবে। ঘোষিত ফসলের জাত ছাড়করণের পূর্বে তা কারিগরী কমিটি মূল্যায়ন ও পরীক্ষা করবে। অন্যান্য ফসলের বীজের জাত বিক্রির পূর্বে সেগুলি নিবন্ধীকৃত হতে হবে কিন্তু পরীক্ষা বা অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

৯.২ জাত নিবন্ধীকরণ ঃ

আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত যে কোন জাত অবশ্যই জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। নিবন্ধন করার সময় জাতের বৈশিষ্ট এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। বৈধভাবে সনাক্তকরণের সুবিধার্থে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজতর করা হবে। নিয়ন্ত্রিত অথবা ঘোষিত ফসল ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বেলায় নিবন্ধনের সাথে পরীক্ষা বা অন্য কোন ব্যবস্থা জড়িত থাকবে না।

৯.৩ বীজের ডিলার নিবন্ধীকরণ ঃ

বীজ আমদানি করতে, উদ্ভাবিত নূতন জাত নিবন্ধন করতে বা লেবেল্ড কন্টেনারে বীজ প্যাকিং করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী বা সংস্থাকে জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আপনাআপনি সম্পন্ন হবে।

৯.৪ বীজ লেবেলিং করা ঃ

লেবেলযুক্ত পাত্রে বীজ প্যাকিং করতে হলে বীজ বিধিতে বর্ণিত নীতিমালা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। বীজের পাত্রের লেবেলে ফসলের জাত, লট নাম্বার বা ব্যাচ নাম্বার,

নীট ওজন বা সংখ্যা, ন্যূনতম অঙ্কুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতা, কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা এবং প্যাকিং এর তারিখ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৯.৫ বীজ প্রত্যায়ন ঃ

যে সকল ব্যক্তি, কোম্পানী বা সরকারী সংস্থা কৃষক গ্রাহকদেরকে বীজের উচ্চমান সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে বীজ প্রত্যায়ন একটি সেবা হিসাবে প্রদান করা হবে। যদিও বীজ প্রত্যায়নের বিষয়টি স্বেচ্ছা ভিত্তিক, সরকারী খাতের মৌল ও ভিত্তি বীজ নীতিগত কারণে প্রত্যায়ন করা হবে।

৯.৬ বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ঃ

বীজের মান নিশ্চিতকরণের জন্য লেবেলে বর্ণিত মান এবং প্যাকেটে অথবা পাত্রেস্থিত বীজের মান সমান হতে হবে। বীজ ব্যবসায়ের অর্জিত সুনাম রক্ষার্থে সকল নিবন্ধীকৃত বীজ ডিলারের নাম, ট্রেডমার্ক অপর ব্যবসায়ী কর্তৃক নকল করা অবৈধ ঘোষণা করা হবে।

১০. বীজ নিরাপত্তা ঃ

বিএডিসি এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম স্বল্প পরিমাণ ধান, গম ও পাট বীজ সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন এলাকার বীজ নষ্ট হয়ে গেলে উক্ত এলাকায় উন্নতমানের বীজ সম্ভব বিতরণ করা হবে। যথাযথ মূল্যায়ন ও বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে গুদামজাতের জন্য বীজের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

১১. বীজ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ শক্তিশালীকরণ ঃ

১১.১ জাতীয় বীজ বোর্ড শক্তিশালীকরণ ঃ

১১.১.১ বীজ বিধিসমূহ সংশোধনপূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডকে শক্তিশালী করে জাতীয় বীজ ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।

১১.১.২ জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠন ঃ

বীজ শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড নিম্নরূপে পুনর্গঠিত করা হবে ঃ

১)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২)	ভাইস-চেয়ারম্যান, বিএআরসি	সদস্য
৩)	জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ (বারি, ব্রি, বিজেআরআই, বিএইউ, এসআরটিআই, বিনা, কটন বোর্ড)	সদস্য (৭ জন)
৪)	মহা-পরিচালক, ডিএই	সদস্য
৫)	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	সদস্য
৬)	সদস্য পরিচালক (বীজ) বিএডিসি	সদস্য
৭)	বীজ উৎপাদক সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
৮)	বীজ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য

৯)	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, ডিএই	সদস্য
১০)	পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা	সদস্য
১১)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২)	কৃষক সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
১৩)	মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১১.১.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি বীজ উইং প্রতিষ্ঠা ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি বীজ উইং প্রতিষ্ঠা করা হবে যা প্রাথমিকভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডের সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে। বীজ উইং অন্যান্য কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

১) বেসরকারী খাতে বীজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখে বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য নীতিমালা এবং পরিকল্পনা কৌশল আধুনিকীকরণ এবং গৃহীত নীতি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সাহায্য করা।

২) বীজ খাত উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ।

৩) কৃষকদের চাহিদা পূরণার্থে সরকারী ও বেসরকারী খাতে মৌল ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন অবলোকন এবং সমন্বয় সাধন।

৪) প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করে বীজ খাতের মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৫) বীজ শিল্পের লাগাতার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী খাতে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ বীজ প্রযুক্তিবিদদের একটি স্থায়ী ক্যাডার প্রতিষ্ঠা।

৬) এনএআরএস, বাকৃবি এবং বেসরকারী খাতে বীজ প্রযুক্তি গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ।

৭) বীজের আপদকালীন মজুদ সংরক্ষণসহ বীজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

১১.২ বিএডিসির বীজ উইং শক্তিশালীকরণ ঃ

১১.২.১ বীজ উইং পুনর্গঠন ঃ

(ক) বীজ উইং যথাসম্ভব বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে এবং এর কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং অর্থায়নে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে হবে।

(খ) বীজ উইং পুনর্গঠিত করতে হবে যেখানে বীজ উৎপাদন বিভাগ, বীজ কন্ডিশনিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণ বিভাগ, আভ্যন্তরীণ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ বীজ বিপণন বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগ থাকবে।

১১.২.২ ভূমিকা এবং কার্যাবলী ঃ

অন্যান্য কাজের মধ্যে বীজ উইং এর কতিপয় ভূমিকা ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) সরকারীভাবে উদ্ভাবিত নিয়ন্ত্রিত ফসলের সকল জাতের ভিত্তি বীজ উৎপাদন।

(খ) বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যান্য বীজ উৎপাদন। যে সকল বীজ বেসরকারী খাতে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলির উৎপাদন থেকে বিএডিসি ধীরে ধীরে সরে আসবে।

(গ) বেসরকারী খাতে বীজ শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বীজ উইং কারিগরী সহযোগীতা এবং অন্যান্য সহায়তা/ সেবা প্রদান করবে।

১১.২.৩ বীজের মূল্য নির্ধারণ এবং ভর্তুকী ঃ

বিএডিসি'র বীজের মূল্য যথাসম্ভব উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছি থাকতে হবে এবং ভর্তুকী ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করতে হবে।

১১.২.৪ সম্পদ এবং সুবিধাদি ঃ

বিশেষভাবে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের উপযোগী খামারসমূহ ছাড়া বিএডিসির অন্যান্য খামার বিকল্প ব্যবহারে নিয়োজিত করতে হবে। ভিত্তি শ্রেণীর বীজ ব্যতীত অন্যান্য বীজ, সম্ভব হলে ভিত্তি বীজ, চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উৎপাদন করতে হবে। বিশেষ করে ছোট আকারের বাড়তি সুবিধাদি, বীজ উৎপাদনের জন্য বেসরকারী খাতে লিজের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

১১.২.৫ বিপনন ঃ

উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসির বীজ বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে বেসরকারী বীজ ডিলারগণকে সেস্থলে নিয়োজিত করা হবে। আঞ্চলিক এবং ট্রানজিট বীজ কেন্দ্রগুলো বেসরকারী খাতের উত্তোলনস্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে উন্নয়ন করা হবে।

১১.২.৬ সংরক্ষিত বীজ মজুদ ঃ

বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বীজ উইংকে আর্থিক বরাদ্দসহ বীজের নিরাপত্তা মজুদের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা দায়িত্ব দেয়া হবে।

১১.২.৭ স্থানীয় উন্নত/জনপ্রিয় জাত ঃ

যে সকল স্থানীয় জাতের বীজের উল্লেখযোগ্য স্থিতি চাহিদা বিদ্যমান বিএডিসির বীজ উইং সেগুলির বিশুদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকবে। বিশুদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ কার্যাবলী বিএডিসি'র খামারে সম্পন্ন করা হবে।

১১.২.৮ বেসরকারী খাতে বীজ শিল্প উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিএডিসি'র ভূমিকা নিম্নভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে ঃ

(ক) বেসরকারী বীজ উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণনের জন্য পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

(খ) বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদেরকে বীজ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নে পরামর্শ দেয়া।

(গ) বিএডিসির আওতাভুক্ত সুবিধাদির মাধ্যমে বেসরকারী উৎপাদকদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরীক্ষণ এবং গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা চালু।

(ঘ) বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষী প্রকল্প গ্রহণের জন্য বেসরকারী বীজ প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা।

(ঙ) বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদেরকে বীজ পরীক্ষা সুবিধা প্রদান।

১১.৩. বীজ ব্যবস্থায় সহায়তা ঃ

১১.৩.১ বীজ প্রজনন, পরিবর্ধন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি এবং বিপণন কর্মকাণ্ডকে শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের আওতায় কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হবে যাতে করে এই ধরনের শিল্প বিভিন্ন উৎসাহ, সহায়তা এবং সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হয়।

১১.৩.২ বীজ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি, কোম্পানী বা সংস্থাকে সুবিধাজনক সুদের হারে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা দেয়া হবে।

১১.৩.৩ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ

বীজ এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি আমদানিকারকগণ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্য হবেন। বীজ ব্যবসায়ীগণ বৈদেশিক বীজ সরবরাহকারীদের সাথে সরবরাহকারী ঋণ ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১১.৩.৪ সুবিধাদি ও যন্ত্রপাতি ঃ

বিএডিসি বীজ উইং এর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীজ সংরক্ষণ স্থান, শুকানোর জায়গা, শুকানোর যন্ত্র, পরিষ্কারকরণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদি, বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারীদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হবে। এই সুবিধাদি ভাড়া, লিজ অথবা লিজ ক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

১১.৩.৫ কারিগরী সহায়তা এবং সেবা ঃ

বিএডিসি বীজ উইং, ডিএই, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনএসটিএল, এসসিএ এবং বীজ শিল্পে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে বেসরকারী বীজ ব্যবসায়ীদেরকে কারিগরী সহায়তা ও প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত ফি' এর বিনিময়ে বীজ পরীক্ষা, প্রত্যায়ন এবং পরিদর্শন সুবিধা প্রদান করা হবে। দাতা সংস্থার অর্থ সাহায্যে আয়োজিত বীজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, এবং শিক্ষা সফরের অংশ গ্রহণের জন্য বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের সুযোগ দেয়া হবে। দাতা সংস্থার অর্থানুকূল্যে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় আনীত কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সেবা বেসরকারী খাতকে প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ বীজ ব্যবসায়ী সমিতি এবং বাংলাদেশ বীজ উৎপাদক সমিতি বেসরকারী খাতের সাথে সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

১১.৩.৬ বীজের নীতি নির্ধারণে বেসরকারী খাতে প্রতিনিধি ঃ

বীজ উৎপাদনের স্বার্থে, জাতীয় বীজ বোর্ড, জাতছাড়করণ কমিটি এবং বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনে গঠিত অন্য যে কোন কমিটিতে বেসরকারী খাতকে প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে।

১১.৩.৭ **কনসেসন এবং উৎসাহ ঃ**

বীজ শিল্পে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য অনুকূল নীতিমালা গ্রহণ, উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১.৪ বীজ অনুমোদন সংস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (এস, সি, এ)

বীজ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে বীজ অনুমোদন সংস্থার কর্মপরিধি শুধুমাত্র বীজ প্রত্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বীজের মান উন্নয়ন, বীজ পরীক্ষা এবং বীজ বিধিসমূহ প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে, সম্প্রসারিত অবকাঠামো এবং পরীক্ষাগারের সুবিধা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীজ প্রযুক্তিবিদ এবং ক্রমান্বয়ে বীজ সাবক্যাডারের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বীজ অনুমোদন সংস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। বীজ অনুমোদন সংস্থা এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ

১১.৪.১ বীজ উৎপাদকদের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণে উপদেশ প্রদান।

১১.৪.২ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে বিক্রয়োত্তর পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ করা।

১১.৪.৩ জাতীয় বীজ বোর্ডের জন্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত উপাত্ত/ তথ্য সংগ্রহ করা।

১১.৪.৪ নিয়ন্ত্রিত সকল ফসলের মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যায়ন করা।

১১.৪.৫ সম্পদের প্রতুলতা সাপেক্ষে বীজ উদ্যোক্তাদের জন্য বীজ প্রত্যায়ন সেবা প্রদান।

১১.৪.৬ ঘোষিত সকল ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন।

১১.৪.৭ উৎপাদনে দুর্বলতা দেখা গেলে, রোগ ও পোকা মাকড়ের সন্দেহ থাকলে জাতীয় বীজ বোর্ডকে উক্ত জাতের অনুমোদন বাতিল করার উপদেশ প্রদান।

১১.৪.৮ কৃষকদের নিকট উন্নতমানের উফশী বীজের ব্যবহার ও সম্প্রসারণের জন্য ডিএইকে সহায়তাদান।

১১.৪.৯ দেশের সব স্থান থেকে সত্যভাবে লেবেলযুক্ত বীজের নমুনা সংগ্রহ করা এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ঘোষিত মান যাচাই করা।

১১.৫ জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রক্রিয়া (এনএআরএস) ঃ

এনএআরএস কর্তৃক প্রণীত বীজ উন্নয়ন কর্মসূচীতে সেচকৃত উচ্চ-উপকরণ এবং উচ্চ-উৎপাদন ফসলক্রম বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং ফসল ও জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়া সেভাবে পরিমার্জিত করতে হবে। যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু এনএআরএস কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ উপকরণ সংবেদনশীল বীজ উদ্ভাবন করে এ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে। বিশেষ করে সংকর জাতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে এনএআরএস নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন করবে ঃ

১। ধান- প্রধান শস্যক্রমের উপযোগী বহুমুখীকরণ শস্য যেমন, তৈলবীজ, ডাল, দানাশস্য, (ধান ব্যতীত), শাকশব্জী, ফলমূল ইত্যাদি ফসলের প্রযুক্তির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উদ্বিদ প্রজনন কর্মসূচী পুনর্বিন্যাস করে, এমন ধরণের জাত উদ্ভাবন করতে হবে যা উচ্চ-উপকরণ উচ্চ-ফলন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফসলের জাত ও শস্য উদ্ভাবনে এনএআরএস সর্বদা কৃষকের বর্তমান চাহিদার দিকে খেয়াল রাখবে।

২। উন্নতজাতের বীজ আমদানি সুযোগের প্রতি খেয়াল রেখে প্রজনন কর্মসূচীকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এ পদ্ধতি উন্নতজাত উদ্ভাবনে এবং আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ পদ্ধতি হতে পারে।

৩। আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় গবেষণা স্টেশনসমূহের পর্যাপ্ত মেনটেনেন্স ব্রিডিং ইউনিট স্থাপন করতে হবে।

৪। একই উদ্দেশ্যে এবং পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে বেসরকারী ও সরকারী উভয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জাত উদ্ভাবন কর্মসূচীসমুহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১১.৬ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ঃ

ডিএই নূতন উদ্ভাবিত উন্নতমানের জাত সম্প্রসারণের দায়িত্বে থাকবে। এ জন্য ডিএই নিম্নবর্ণিত কার্যাদি নিবন্ধী করবে ঃ

১। বিভিন্ন জাত ব্যবহারে কৃষকের সাড়া/চাহিদা মনিটর করা এবং এ ব্যাপারে কৃষকের আগ্রহ এনএসবিকে জানানো, যাতে কৃষকদের চাহিদা অনুসারে মৌল ও ভিত্তি বীজ উৎপাদনে সমন্বয় করা সম্ভব হয়।

২। প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে নূতন জাতের বীজ কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ করা।

৩। বীজ খাত উন্নয়নে এনএসবিকে পরামর্শ প্রদান।

৪। বীজ খাতের সকল সংস্থা বীজ প্রযুক্তিবিদদের জন্য উপযুক্ত পেশাগত কাঠামো সৃষ্টি করা যাতে জনবলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

৫। দেশের এন্ট্রি পয়েন্টসমূহের পরীক্ষাগারে আমদানিকৃত বীজ পরীক্ষা এবং প্রবেশ পরবর্তী সঙ্গনিরোধ পরীক্ষার সুবিধাদি উন্নতকরণ।

১১.৭ কৃষি তথ্য সেবা (এআইএস) ঃ

এআইএস সরকারী ও বেসরকারী বীজ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান হতে তথ্যাদি, বিশেষ করে নুতন জাত সম্প্রসারণ বিষয়ে, কৃষকদের নিকট পৌছে দেয়ার এবং বিনিময় করার ব্যবস্থা করবে।

১১.৮ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

১) বীজ প্রযুক্তির বিষয়ে একটি পাঠ্যক্রম প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী করবে যাতে বীজ প্রজনন থেকে পরিবর্ধন এবং বিতরণ, বীজ নীতি এবং বীজ শিল্প উন্নয়ন পর্যন্ত বীজ সংক্রান্ত সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

২) এর বীজ পরীক্ষাগারটিকে জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে উন্নীত করবে যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কর্মকান্ডের পাশাপাশি বীজ সঙ্গনিরোধ প্রয়োজনীয়তা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং সুস্থ্য বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে।

৩) সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে সীম জাতীয় বীজের জন্য ইনকুলাম প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডি. এল. চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব